সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪৪
WEEKLY BOOKLET:346

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত
আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

ঈদ সংক্রান্ত ২৩টি প্রশ্নোত্তর

ঈদুল ফিতর কেন উদযাপন করা হয়? | ০৬
ঈদের খুশি গান-বাজনা করা কেমন? | ০৯
মহিলাদের উপর কি ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব? | ০৭
একাকী ঈদের নামায আদায় করা যাবে? | ১২

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ঈদ সংক্রান্ত ২৩টি প্রশ্নোত্তর(১)

দোয়ায়ে খলিফায়ে আত্তার: ইয়া রব্বে মুস্তাফা! যে ব্যক্তি ২৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"ঈদ সংক্রান্ত ২৩টি প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তার পেরেশানি দূর করুন এবং তাকে তার পিতামাতা সহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করুন।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صلَّی اللہُ علیہِ واٰلِہٖ وسلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আখেরী নবী ইরশাদ করেন: صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم : اَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهٗ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا অর্থাৎ আমার উপর জুমার দিন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো কারণ এটি হলো উপস্থিতির দিন (অর্থাৎ আমার দরবারে ফেরেশতাদের বিশেষ উপস্থিতির দিন), এই দিন ফেরেশতারা (বিশেষ করে আমার দরবারে) উপস্থিত হয়, যখন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে তখন সে অবসর হওয়া পর্যন্ত তার দরূদ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়। হযরত আবু দারদা رضی اللہ عنہ'র বর্ণনা হলো আমি আরয করলাম: (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) এবং আপনার ওফাতের পর কি হবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ

১. উক্ত পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ'র নিকট কৃত প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর সম্বলিত।

www.dawateislami.net

(আমার বাহ্যিক) ওফাতের পরেও (আমার নিকট এভাবেই উপস্থাপন করা হবে।) اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الاَرْضِ اَن تَاْكُلَ اَجْسَادَ الاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক জমিনের জন্য নবীগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام দেহকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।" فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ অতএব আল্লাহ পাকের নবীগণ জীবিত এবং তাদেরকে রিযিকও প্রদান করা হয়। (ইবনে মাজাহ ২৯১/২ হাদীস: ১৬৩৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ على مُحَمَّد

প্রশ্ন: ঈদুল ফিতরকে মিষ্টি ঈদ কেন বলা হয়?

উত্তর: ঈদুল ফিতরকে মিষ্টি ঈদ সম্ভবত এজন্য বলা হয় যে, এই ঈদে ঈদের নামাযের পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া হয় যা মুস্তাহাব।

(মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৩১১/৮)

প্রশ্ন: ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাওয়ার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর: ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় জিনিস বেজোড় সংখ্যায় খাওয়া সুন্নাত। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১৫৯/১) আমাদের সমাজে লোকেরা এটার উপরও আমল করে যে, ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে ঘরে সেমাই রান্না করা হয় এবং লোকেরা তা খেয়ে নামাযের জন্য বের হয়। নামাযের পর খুরমা এবং পুরি ইত্যাদি খায়। আমার সাধারণত এটা অভ্যাস ছিল যে, ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে সামান্য পরিমাণ সেমাই খেয়ে নিতাম, অতিরিক্ত খেতাম না কারণ এটি ময়দা দ্বারা তৈরি করা হয় ফলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে। (তখন নিগরানে শুরা বলেন) ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে কিছু মিষ্টি খেয়ে নেওয়া উচিত, আমাদের ঘরে যখন মাদানী

www.dawateislami.net

পরিবেশ ছিলো না তখনও আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে খেজুর খাওয়ানো হতো। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ২৮৩/৮)

প্রশ্ন: ঈদুল ফিতর কেন উদযাপন করা হয়?

উত্তর: যারা রমযানুল মোবারকে তারাবীর নামায আদায় করে, কষ্ট স্বীকার করে, তাদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ বন্টন করা হয়, তাদের জন্য মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটি আনন্দের দিন, যে দিন তারা আনন্দ উদযাপন করে। ঈদের রজনীকে লাইলাতুল জায়েযা (পুরস্কার প্রাপ্তির রজনী) ও বলা হয়।

(শুয়াবুল ঈমান: ৩৩৬/৩, হাদীস: ৩৬৯৫, মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ২৪০/৮)

প্রশ্ন: ঈদুল ফিতরকে ছোট ঈদ এবং ঈদুল আযহাকে বড় ঈদ কেন বলা হয়?

উত্তর: ঈদুল ফিতরকে ছোট ঈদ এবং ঈদুল আযহাকে বড় ঈদ বলা এটা জনসাধারণের পরিভাষা যা লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ। আমি তো ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহাই বলি। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ১২২/৯)

প্রশ্ন: ঈদের দিন নতুন নতুন কাপড় পরিধান করলে কি সাওয়াব অর্জিত হয়?

উত্তর: ঈদের দিন নতুন অথবা ধৌতকৃত উত্তম কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১৮৯/ ১) কিন্তু শর্ত হলো সাওয়াবের নিয়তে পড়তে হবে, যদি বড়াই বা লৌকিকতার জন্য পরিধান করে তবে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের ভাগীদার হবে। (মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ১৭৯/৯)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: চাঁদ দেখা গেলে লোকেরা গুলি বর্ষণ করে। এমনটা করা কি জায়েয?

উত্তর: আমাদের পাকিস্তানে হাওয়াই ফায়ারিং আইনগত নিষিদ্ধ, হয়তো অন্যান্য দেশেও এটা নিষিদ্ধ, কিন্তু তারপরও ঈদের চাঁদ দেখা গেলে জনসাধারণ গুলি বর্ষণ করে এবং গুলির বিকট শব্দ হয়, এটা করা উচিত নয়। চাঁদ দেখা গেলে চাঁদ দেখার দোয়া পাঠ করা উচিত।[১]

(আবু দাউদ, ৪১৯/৪, হাদীস: ৫০৯২) (মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩১৬/৬)

প্রশ্ন: শীঘ্রই "লাইলাতুল জায়েযা" (অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাত) আসছে, এ রাতে কোন ইবাদত করা উত্তম?

উত্তর: ঈদের সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করা একটু কঠিন হয়ে থাকে, কারণ সকালবেলা ঈদুল ফিতরের নামায পড়তে হয় এবং এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়, তাই সবার জন্য সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতে পারাটা জরুরী নয়। যাই হোক, সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত না করতে পারলে ইশার নামায জামাত সহকারে আদায় করে শুয়ে পড়ুন এবং ফজরের নামায জামাত সহকারে আদায় করুন, ফলে এভাবেও সারা রাত ইবাদত করার সাওয়াব অর্জন হবে। আর এই ফযিলত কেবল চাঁদ রাতের

---

১. রাসূলে কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন চাঁদ দেখতেন তখন এই দোয়াটি পড়তেন: اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَ رَبُّكَ اللهُ **অনুবাদ:** হে আল্লাহ পাক এটাকে আমাদের উপর শান্তি ও ঈমান, নিরাপত্তা এবং ইসলামের সহিত উদয় করুন। (হে চাঁদ) আমার এবং তোমার প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ পাক। (মুস্তাদরাক হাকীম, ৪০৫/৫, হাদীস: ৭৮৩৭) আরবী মাসের প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতের চাঁদকে হিলাল বলা হয় এবং এর পরবর্তী রাতের চাঁদকে ক্বমর (قمر) বলা হয়। (মিরকাতুল-মাফাতীহ, ২৮৩/৫) উক্ত দোয়াটি প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাত পর্যন্ত পড়া যাবে।

www.dawateislami.net

জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং যে ব্যক্তি প্রতিদিন ইশা ও ফযরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে সে প্রতিদিন সারা রাত ইবাদতের সাওয়াব অর্জন করে।[১]

উভয় ঈদের রাতে ইবাদত করার ফযিলত

লাইলাতুল জায়েযা অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাতে ইবাদত করার অসংখ্য ফযিলত রয়েছে। ফরমানে-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি উভয় ঈদের রাতে সাওয়াবের প্রত্যাশায় কিয়াম করে, তার অন্তর সেদিন মরবে না যেদিন (মানুষের) অন্তর মরে যাবে। **(ইবনে মাজাহ, ৩৬৫/২, হাদীস: ১৭৮২)** অন্যত্রে হযরত সায়্যিদুনা মুয়া'য বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি পাঁচ রজনীতে রাত্রি জাগরণ করে (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করে) তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যিলহজ্জ মাসের ৮ম, ৯ম, ১০ম রাত, ঈদুল ফিতর এবং শাবানুল মুআযযামের পনেরো তম রাত অর্থাৎ শবে বরাত। **(আত তারগীব ওয়াত-তারহযব, ৯৮/২, হাদীস: ২)**

ক্ষমার সাধারণ ঘোষণা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا'র একটি রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে: যখন ঈদুল ফিতরের বরকতময় রাত আগমন করে তখন তাকে " লাইলাতুল জায়েযা " অর্থাৎ " পুরস্কারের রজনী" নামে অভিহিত করা হয়। যখন ঈদের সকাল হয় তখন আল্লাহ পাক তাঁর নিষ্পাপ

---

১. হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ইশার নামায জামাত সহকারে আদায় করে সে যেন অর্ধ রজনী কিয়াম করলো, আর যে ফজরের নামায জামাত সহকারে আদায় করে সে যেন সারা রাত কিয়াম করলো। **(মুসলিম: পৃষ্ঠা : ২৫৮ হাদীস: ১৪৯১)**

www.dawateislami.net

ফেরেশতাদের সকল শহরে পাঠিয়ে দেন, অতএব, সেই ফেরেশতারা জমিনে আগমন করে সমস্ত রাস্তা-ঘাটের প্রান্তে দাঁড়িয়ে যান এবং এইভাবে আহ্বান করেন:

"হে উম্মতে মুহাম্মদী! সেই প্রতিপালকের দরবারে চলো, যিনি সর্বাধিক উদার এবং বিশাল বিশাল গুনাহকে ক্ষমাকারী। " অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেন: "হে আমার বান্দারা! চাও! কি চাওয়ার আছে? আমার সম্মান এবং মাহাত্ম্যের শপথ! আজকের দিন (এই ঈদের নামাযের) ইজতেমায় নিজেদের পরকালের ব্যাপারে যা প্রার্থনা করবে তাই পূরণ করবো এবং যা কিছু দুনিয়ার ব্যাপারে প্রার্থনা করবে, তাতে তোমাদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। (অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাই করবো যাতে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে) আমার সম্মানের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার দিকে মনোনিবেশ করবে আমিও তোমাদের গুনাহসমূহ লুকিয়ে রাখবো। আমার সম্মান ও মাহাত্ম্যের শপথ! আমি তোমাদেরকে সীমালংঘনকারীদের (অর্থাৎ অপরাধীদের সাথে) লাঞ্ছিত করবো না। সুতরাং নিজেদের ঘরের দিকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছো এবং আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৬০/২, হাদীস: ২৩) (মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ২৯৯, ৩০১/৮)

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে কিয়াম করবে তার অন্তর তখন মরবে না যখন মানুষের অন্তর মরে যাবে, এখানে অন্তর মরবে না দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর: হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি উভয় ঈদের রাতে সাওয়াবের প্রত্যাশায় কিয়াম করে, তার অন্তর তখন মরবে না যখন (মানুষের) অন্তর মরে যাবে। (ইবনে মাজাহ, ৩৬৫/২, হাদীস: ১৭৮২) উক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখায়

www.dawateislami.net

রয়েছে: অন্তর না মরার কয়েকটি অর্থ রয়েছে: (১) তার অন্তর দুনিয়ার মোহে মত্ত হয়ে আখেরাত হতে বিমুখ হবে না। (২) তার অন্তর অপমৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে। (ফয়যুল ক্বদীর, ২৪৮/৬, হাদীসের পাদটীকা: ৮৯০৩) (৩) কবরের প্রশ্ন এবং হাশরের ময়দানেও তার অন্তর শান্ত থাকবে।

(হাশিয়াতুস সাভী আ'লাশ শরহিস সগীর, ৫২৭/১)

ওলামায়ে কেরাম বলেন: উক্ত ফযিলতটি অধিকাংশ রাত ইবাদত করার মাধ্যমেও অর্জন হবে যেমন, রাত যদি ৮ ঘণ্টার হয় তাহলে পাঁচ ঘন্টা ইবাদত করার দ্বারাও এই ফযিলতটি অর্জন হবে।[১] এছাড়া একটি বাণী এটাও রয়েছে যে, উভয় ঈদের রাত তাহাজ্জুদ পড়ার দ্বারাও উক্ত ফযিলতটি অর্জন হবে। (মিরআতুল-মানাজিহ, ২৬২/২) উক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা পড়ে হয়তো সবার এই মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে যে, জীবনে অন্তত একবার হলেও অবশ্যই ঈদের রাতে ইবাদত করবো।

(মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩০৫/৮)

প্রশ্ন: মহিলাদের উপর কি ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব?

উত্তর: জী না। মহিলাদের উপর ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব নয়।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ৬১৫/২৭-মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ২৮৪/৮)

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ও কি একে অপরকে ঈদের মোবারকবাদ দিতেন?

উত্তর: জি হ্যাঁ! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ও একে অপরকে ঈদের মোবারকবাদ দিতেন এবং দোয়াও করতেন যে, تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنۡكَ অর্থাৎ

১. যে ব্যক্তি অধিকাংশ রাত অথবা অর্ধেক রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করে, তার জন্য সারা রাত জাগ্রত থাকার সাওয়াব লেখা হয়। (ক্বু-তুল ক্বুলুব, ৭৪/১)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমার এবং আপনার আমল সমূহ কবুল করুন। (সুনানে কুবরা লিল বাইহাক্বী, ৪৪৬/৩ হাদীস: ২৬৯৪) আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, যখনই কাউকে ঈদের মোবারকবাদ দিবো তখন সাথে এই দোয়াটিও দেওয়া। ঈদের মোবারকবাদ দেওয়ার সময় "تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ" এর মাধ্যমে দোয়া দেয়া মুস্তাহাব।

(দুররে মুখতার, ৫৬/৩- মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩১১/৮)

প্রশ্ন: "ঈদ মোবারিক" সঠিক নাকি"ঈদ মোবারক" সঠিক?

উত্তর: অসংখ্য লোক এই শব্দটিকে "রা" এর যেরের সাথে অর্থাৎ মোবারিক পড়ে অথচ এটা "রা" এর যবরের সাথে পড়তে হয় অর্থাৎ মুবারাক। কুরআন শরীফেও "মুবারাক" শব্দটি এসেছে।

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া: ৫০ - মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ১৩১/৮)

প্রশ্ন: সমস্ত মানুষ কি একে অপরকে ঈদের মোবারকবাদ দিতে পারবে? সাধারণত ঈদের মোবারকবাদ দিতে কাযিন এবং দেবর, ভাবি সবাই পরস্পর করমর্দন করে, ভাঁসুর তার ভাইয়ের স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, এটা কি সঠিক?

উত্তর: সকল মুসলমান একে অপরকে মোবারকবাদ দিতে পারবে, তবে শরয়ী বিধিনিষেধ সর্বত্রই থাকে এবং সেই শরয়ী বিধিনিষেধের কারণেই না-মাহরাম একে অপরকে মোবারকবাদ দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে, দেবর ও ভাবিও একে অপরকে মোবারকবাদ দিতে পারবে না কেননা যদি দেবর ও ভাবি একে অপরকে মুবারকবাদ জানায় তবে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহের দরজা খুলে যাবে। হাদীস শরীফে রয়েছে: দেবর ভাবীর পক্ষে মৃত্যু। (তিরমিযী, ৩৯১/২, হাদীস: ১১৭৪) না-মাহরাম তারা যাদের সাথে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম নয়। ভাঁসুরের উপরেও আবশ্যক যে, সে যেন

www.dawateislami.net

ভাইয়ের স্ত্রীর মাথার উপর হাত না বুলায়। রইলো পরস্পর করমর্দন করার ব্যাপারটি তো এটা তো আরো বেশি ভয়ঙ্কর ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তা শয়তান থেকে সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত ছিলেন, তার চেয়ে বেশি শয়তান থেকে আর কে সুরক্ষিত থাকতে পারবে! তবুও, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন মহিলার হাত ধরে বাইয়াত করেননি। (বুখারী, ২১৭/২, হাদীস: ২৭১৩) আজকাল আমাদের সমাজে এমন অজ্ঞ পীর রয়েছে যারা মহিলাদের হাত ধরে বাইয়াত করায়, এবং তাদের দ্বারা তার হাতও চুম্বন করায়, এমন পীর থেকে দূরে থাকার মধ্যে নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে।

(মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩০৬/৮)

প্রশ্ন: যারা কাজের জন্য বাসা থেকে দূরে থাকেন এবং ঈদের দিনেও বাড়ি যেতে পারেন না, তো এমন লোকেরা তাদের বন্ধুদের ডেকে বা তাদের কর্মচারীদের সাথে মিলেমিশে ঈদের খুশি গান-বাজনা বাজিয়ে উদযাপন করে তাদের এমন করা কি সঠিক?

উত্তর: ঈদের দিন বিশেষ করে আল্লাহ পাকের ইবাদত করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। দান খয়রাতের মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা উচিত। যারা ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন না তাদেরকেও নিজের সাথে আনন্দের অংশীদার করা উচিত। ঈদের দিন গান-বাজনা বাজিয়ে ঈদের আনন্দ উদযাপন করা সঠিক নয়। বর্তমানে মুসলমানদের কি হয়ে গেলো যে, ঈদের দিন গান-বাজনা বাজিয়ে যেন এই বিষয়ের আনন্দ উদযাপন করে যে, আজ অভিশপ্ত শয়তান মুক্ত হয়েছে এবং তাকে গান-বাজনা বাজিয়ে খুশি করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে এত জোরে মিউজিক

www.dawateislami.net

বাজানো হয় যে, পথচারী যদি মিউজিক থেকে বাঁচতে চায় তবুও বাঁচতে পারে না। সর্বোপরি, পথচারী ব্যক্তির জন্যও শরয়ী বিধান হলো, যদি তার কানে কোথাও থেকে মিউজিকের শব্দ আসে তাহলে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করে দ্রুত অতিক্রম করা, যদি জেনে বুঝে আস্তে আস্তে পথ চলে যে, মিউজিকের শব্দ কানে আসতে থাকুক তাহলে সেও গুনাগার হবে। (রুদ্দুল-মুহতার, ৬৫১/৯) বর্তমান যুগে আল্লাহর পানাহ! গুনাহ করা খুবই সহজ হয়ে পড়েছে যেমন, বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ ইতেকাফে বসে যায় তাহলে যখনই তার ইতেকাফ শেষ হয় তখন তার বন্ধুরা তার জন্য উপহারস্বরূপ সিনেমা হলের টিকেট ক্রয় করে রেখে দেয় যে, সমস্ত বন্ধু মিলেমিশে আল্লাহর পানাহ! ফিল্ম দেখবে। ঈদের দিন Film theatre এর বাহিরে বোর্ড লাগানো থাকে যে, আজ হল ফুল হয়ে গিয়েছে। এখন তো প্রত্যেকের কাছে মোবাইল রয়েছে, তাতে তো সম্পূর্ণ সিনেমা হল বিদ্যমান। বর্তমানের মুসলমান নিজেকে নিজে স্বাধীন মনে করে অথচ সত্যিকারার্থে মুসলমান স্বাধীন নয় বরং শরীয়তের বিধি-নিষেধের বাধ্য। একজন মুসলমান গুনাহ করে কোথায় পালাবে, তাকে তো একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে, যদি আল্লাহ পাক তার গুনাহের কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে কবর এবং হাশরে তার ভাগ্যে শুধুমাত্র শাস্তি জুটবে।

চুপ কে লোগো সে কিয়ে জিস কে গুনাহ,
ওহ খবরদার হে কেয়া হুনা হে।

(হাদায়িকে বখশিষ, পৃষ্ঠা: ১৬৭)

www.dawateislami.net

ঈদের দিন নতুন পোশাক পরিধান করে কাফনকে ভুলা উচিত নয়!

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে শামীত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার সম্মানিত পিতা হযরত শামীত ইবনে আজলান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের ইজতেমায় লোকদের দেখে বললেন: এমন কিছু কাপড় দেখা যাচ্ছে যা পুরনো হয়ে যাবে এবং মাংস দেখা যাচ্ছে যা আগামীকাল (কবরে) পোকামাকড়ের খাবার হয়ে যাবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১৫৩/৩, সংখ্যা: ৩৫১৬) প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ পাককে ভয় করা উচিত, ঈদের দিন যদিও বান্দা নতুন পোশাক পরিধান করে, কিন্তু এই নতুন পোশাকের কারণে উদাসীনতায় নিমজ্জিত থেকে কাফনকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই মৃদু হাসি এবং আনন্দ উল্লাস মানবদেহে কিছু দিনের জন্য থাকে, তারপর তো এই শরীর কবরে পোকামাকড়ের খাবার হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবরের আযাব থেকে হেফাজত করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩০৮/৮)

প্রশ্ন: ঈদের দিন শিশুদের কী করা উচিত?

উত্তর: যে শিশু বিবেকবান, নামায পড়তে জানে, অন্য শিশুদের মতো মসজিদে দুষ্টুমি করে না, এমন শিশুকে মসজিদে আনা যাবে। যদি এমন শিশু হয় যে মসজিদে দুষ্টুমি করে, যার কারণে নামাযীরাও বিরক্ত হয়, তাহলে তাকে মসজিদে আনা যাবে না। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ভালো করে চিনেন যে, তাদের সন্তান দুষ্টুমি করে কিনা? এখন তো এমনিতেই ঈদের উল্লাস, এবং লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য তাদের সন্তানদের সাথে নিয়ে যায়। সাধারণত ঈদের দিন শিশুদের ইবাদত করার

www.dawateislami.net

মন-মানসিকতা থাকে না, তারা চারদিক থেকে কিছু না কিছু সালামী পায় এবং এছাড়া নতুন ও সুন্দর পোশাক পরে খেলাধুলায় মগ্ন থাকে। যে শিশু বিবেকবান তার উচিত ঈদের দিন سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ৩০০বার পাঠ করে এটা বলা যে, এর সাওয়াব আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের নিকট পৌঁছে যাক। অনুরূপভাবে নাম উল্লেখ করে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ الله ও ইসালে সাওয়াব করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, এর সাওয়াব গাউসে-পাক ও আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র নিকট পৌঁছে যাক। এছাড়া নিজের দাদা-দাদী, নানা-নানি এবং অন্যান্য আত্মীয়দের নামও নেওয়া যেতে পারে। এটাকে ইসালে সাওয়াব করা বলে। ইসালে সাওয়াবে যাদের নাম নেয়া হয় তারা কবরে আনন্দিত হন। এটাকে এভাবে বুঝুন যে, কোনো ব্যক্তি বিপুল সংখ্যক লোককে দাওয়াত করেছে, সেই দাওয়াতে অসংখ্য পরিবার এসেছে, সেই দাওয়াতে মেযবান যদি নিজে কোনো পরিবারের দিকে মনোনিবেশ করে নাম ধরে বলে যে, "জনাব আপনি আরেকটু নিন, তবে তিনি অবশ্যই খুশি হবেন যে, এতো লোকের ভীড়ে আমার নাম উল্লেখ করে আমাকে বিশেষ সম্মানিত করেছে, অতএব, ইসালে সাওয়াব করার সময় নিজেদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ الله নামও উল্লেখ করা উচিত এতে তাঁরা তাঁদের মাজারে আনন্দিত হন।

(মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩০৮/৮)

প্রশ্ন: যদি কোন অপারগতার কারণে ঈদের নামায জামাত সহকারে পড়তে না পারে তাহলে সে একাকী ঈদের নামায কিভাবে পড়বে?

উত্তর: ঈদের নামায একাকী হয় না, এর জন্য জামাত আবশ্যক এবং অতঃপর এর জামাতের জন্যও অনেকগুলো শর্ত রয়েছে যেমন, যদি কোনো

www.dawateislami.net

ইমামের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতির সবগুলো শর্ত বিদ্যমান থাকে তবুও সে ঈদ এবং জুমার নামায পড়াতে পারবে না কেননা ঈদ এবং জুমার ইমামতির জন্য আরো কিছু শর্তাবলী রয়েছে। যাই হোক যদি কারো অলসতার কারণে ঈদের নামায ছুটে যায় এবং পুরো শহরে কোথাও জামায়াত খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সে গুনাগার হবে অতএব সে যেন তওবা করে। (মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৪৫২/২)

প্রশ্ন: সালামি প্রদানের ধরন কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: সালামি প্রদানের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই, তবে মুসলমানের অন্তর খুশি করার নিয়তে সালামি প্রদান করা যেতে পারে, এছাড়া যাকে সালামি প্রদান করা হচ্ছে সে যদি আত্মীয় হয় তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণের) নিয়তও করে নেয়া উচিৎ, অনুরূপভাবে, যে শিশুদেরকে সালামি প্রদান করলে তাদের পিতা-মাতা খুশি হয় তাদেরকে সালামি প্রদানের সময় তাদের পিতা-মাতাকে খুশি করার নিয়তও করা যেতে পারে। মনে রাখবেন এটা আবশ্যক নয় যে, প্রতিটি শিশুকে সালামি প্রদান করার দ্বারা তার পিতা-মাতা খুশি হয় অতএব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। (মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ১৯৪/৮)

প্রশ্ন: খামে করে সালামি দেওয়া উত্তম নাকি খাম ছাড়া?

উত্তর: বাচ্চাদের খাম ছাড়া সালামি দেয়াই ভালো, কারণ বাচ্চারা নতুন ও ফ্রেশ নোট দেখে বেশি খুশি হয়। হ্যাঁ! আলেম ও মাশায়েখদের সম্মানজনকভাবে খামে টাকা দেয়া উচিত যাতে তা অন্যদের সামনে প্রকাশ না হয়। (মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ১৯৫/৮)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: ঈদের দিন শিশুরা যে সালামি পায়, শিশুরা সে সালামি কিভাবে ব্যবহার করবে?

উত্তর: ঈদের দিন শিশুরা যে সালামি পায় শিশুরাই সেই সালামির মালিক হয়। কখনো শিশুরা নিজে বিবেকবান হয় ফলে নিজের কাছে কিছু না কিছু টাকা সংরক্ষণ করে নেয়। শিশুরা তাদের সালামি তাদের বাবার কাছেও জমা রাখতে পারে। অভিভাবকেরও উচিত শিশুদের সালামিকে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখা অথবা সেই টাকা দিয়ে শিশুদেরকে কিছু এনে দেওয়া। (মালফূযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩০৭/৮)

প্রশ্ন: যদি কারো পিতা-মাতা ঈদের তিন অথবা ছয় মাস পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রথম ঈদ উদযাপন করা জায়েয কি-না?

উত্তর: তিনদিন শোক পালন করা জায়েয। হ্যাঁ যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যায় তাহলে তার শোকের সময়কাল হলো চার মাস ১০ দিন। (বাহারে শরীয়ত, ৮৫৫/১, খণ্ড ৪) কোন মহিলার যুবক পুত্র মারা গেলে তার বিচ্ছেদের শোক মাকে সারা জীবন অস্থির করে রাখে, তো এমন অসহায় নারী নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সর্বোপরি, তিন বা ছয় মাস পর ঈদ উদযাপন করা যাবে, ঈদের নতুন পোশাকও পরা যাবে এবং একে অপরকে ঈদ মোবারকও বলা যাবে। মৃত ব্যক্তির পরিবারের কিছু লোক এতটাই বোকামি করে যে, ঈদুল আযহায় কুরবানিও দেয় না, এমনকি এমন অবস্থা হয় যে, নিজেদের ঘরে আনন্দমূখর পরিবেশও সৃষ্টি করে না। কিছু লোক এমনও থাকে যে মানুষের উপহাস থেকে বাঁচার জন্য কোরবানির পশুতে একটি মাত্র অংশ মিলিয়ে নেয়। মনে রাখবেন! ঈদের দিন খুশি প্রকাশ করা

www.dawateislami.net

সুন্নাত এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ঈদের দিন আনন্দ উদযাপন করা প্রমাণিত রয়েছে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৩৫৯/২) আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ

(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ৫৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, 'আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তারই দয়া এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ।

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও রহমতের দিন হলো ঈদের দিন, এই দিন আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। (মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ২৬৫/৮)

প্রশ্ন: রমযানুল মুবারকের পর শাওয়ালুল মুকাররমে যে রোজা রাখা হয় তার সাওয়াব এক বছরের রোজার সমপরিমাণ নাকি আজীবন রোজা রাখার সমপরিমাণ? এ ছাড়া এই রোজা শাওয়ালেই রাখা আবশ্যক নাকি পরেও রাখা যেতে পারে?

উত্তর: শাওয়ালুল-মুকাররমের রোজার ফযিলত সম্পর্কিত তিনটি ফরমানে-মুস্তফা উপস্থাপন করা হচ্ছে: (১) যে ব্যক্তি রমযানের রোজা রাখলো এবং অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখলো, তো সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মেছে। (মুজামে-আওসাত, ২৩৪/৬, হাদীস: ৮৬২২) (২) যে ব্যক্তি রমযানের রোজা রাখলো অতঃপর শাওয়ালের রোজা রাখলো, সে যেন আজীবন রোজা রাখলো। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪৫৬, হাদীস: ২৭৫৮) (৩) যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখলো, সে যেন সারা বছর রোজা রাখলো কারণ যে একটি নেক আমল করবে সে দশটি নেকী পাবে। তাহলে রমযান মাসের রোজা দশ

www.dawateislami.net

মাসের সমান এবং এই ছয়টি রোজা দুই মাসের সমান, এভাবে সারা বছরের রোজা হয়ে গেছে। (সুনানে কুবরা লিন নিসাঈ, ১৬২-১৬৩/২, হাদীস: ২৮৬০-২৮৬১)

বাহারে শরীয়তের পাদটীকায় রয়েছে: উত্তম হলো, এই রোজাগুলো পৃথক পৃথকভাবে রাখা, আর ঈদের পর ক্রমাগত ছয় দিন একসাথে রেখে নিলেও কোন সমস্যা নেই। (বাহারে শরীয়ত, ১০১০/১, খণ্ড: ৫) ব্যাস ঈদের দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে রোজা রাখবেন না।

(মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৪৬৮/২)

প্রশ্ন: লোকেরা বলে যে, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার মধ্যবর্তী সময়ে বিবাহ শাদীর মত উৎসবের আয়োজন করা উচিত নয় এর বাস্তবতা কি?

উত্তর: ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার মধ্যবর্তী সময়ও এমন উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে। অসংখ্য লোক এই দিনগুলোতে বিবাহ করে, এতে কোন সমস্যা নেই। বছরের মধ্যে এমন কোন দিন নেই যেদিন বিবাহ করা যায় না। (মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ২৩১/৮)

প্রশ্ন: ঈদের দিন ৩০০বার سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ এই ওয়াজিফাটি কি মসজিদেই পড়া আবশ্যক নাকি ঘরেও পড়া যাবে? এছাড়া মহিলারাও কি এই ওয়জিফাটি পড়তে পারবে?

উত্তর: سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ওয়াজিফাটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই পড়তে পারবে। এই ওয়াজিফার মধ্যে কোন নির্দিষ্টতা নেই যে, ঘরে বসে পড়ুক অথবা মসজিদে বসে, যেখানে পড়তে সুবিধা হয় সেখানেই পড়তে পারবে। এই অজিফার ফযিলত হলো: যে ব্যক্তি ঈদের দিন سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ৩০০বার পাঠ করে সমস্ত মুসলমানকে ঈসালে সাওয়াব করবে, তো তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে এবং যখন এই

www.dawateislami.net

ওয়াজিফার পাঠক ইন্তেকাল করবে তখন তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৩০৮) ঈদের দিন সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত সারাদিন হলো ঈদের দিন, এই দিনে যেকোনো সময় এই ওয়াজিফাটি পাঠ করা যাবে, ঈদের দিন রোজা রাখা নাজায়েয।

(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২০১/১, মালফুযাতে আমীরে-আহলে-সুন্নাত, ৩০৭/৮)

প্রশ্ন: ঈদের দিনেও কি অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা উচিৎ?

উত্তর: জী হ্যাঁ, ঈদের দিনেও অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা উচিৎ। অনেক সময় রোগী ঈদের প্রথম দিন তার প্রিয়জন ও বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে যে, আজ ঈদের প্রথম দিন, আমার বন্ধু অবশ্যই আমার সাথে দেখা করতে আসবে এবং ঈদ মোবারক জানাবে। বন্ধু যদি ঈদের প্রথম দিনের পরিবর্তে দ্বিতীয় দিনে আসে তবে রোগী প্রথম দিনে এলে যতটা খুশি হতো, ততটা খুশি হবে না, অতঃপর, বন্ধুও দ্বিতীয় দিন এসে নানা অজুহাত বর্ণনা করে যে, মেহমান এসেছিলো বা অমুক চাচার বাড়িতে ঈদে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। যদি সম্ভব হয়, রোগীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করুন কারণ অনেক সময় রোগী খুবই খারাপ অবস্থায় থাকে এবং ডাক্তার সাহেব বলে দেয় যে, অমুক অমুক ট্যাবলেট আনা খুবই জরুরী, অথচ তার কাছে ট্যাবলেট কেনার মতো টাকা থাকে না এবং সমবেদনা জ্ঞাপনকারী ভদ্রলোকেরা ফুলের তোড়া নিয়ে আসে, অথচ উত্তম হলো, রোগীকে টাকা দিয়ে দেওয়া যা দিয়ে সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন, ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ওষুধ ইত্যাদি কিনতে পারে। অনেক সময় সমবেদনা জ্ঞাপনকারী অজান্তে সেই জিনিস নিয়ে আসে যা থেকে বিরত থাকা রোগীর জন্য জরুরি যেমন, রোগীর ডায়াবেটিস রয়েছে এবং সমবেদনা জ্ঞাপনকারী তাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে মিষ্টি কিনে আনলো,

www.dawateislami.net

তখন অসহায় রোগী বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে ব্যথিত হবে কারণ সে মিষ্টি খেতে পারবে না। যদি উত্তেজিত হয়ে মিষ্টি খেয়েও নেয় তবে পরবর্তীতে সে কষ্টের স্বীকার হবে কারণ মিষ্টি তো একজন ডায়াবেটিস রোগীর জন্য বিষের ন্যায়, এতে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে যার কারণে ডায়াবেটিসের রোগী মারাও যেতে পারে। তারপর মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারীরা খারাপ দুধের ছানা ঢেলে দেয়, যার কারণে মানবদেহ অসুস্থ হয়ে যায়। সব মিষ্টি প্রস্তুতকারীরা এমন হয় না, তবে যারা এমন করে তাদেরকে আল্লাহ পাককে ভয় করা উচিৎ। (মালফূযাতে আমীর আহলে সুন্নাত, ৩১০/৮)

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

الحمد للہ আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مدظلہ العالی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ماشاء اللہ الکریم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net